কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বই পড়ার অন্য রকম যুদ্ধ

আশেল মাহমুদ ▶

ইন্টারনেটের যুগে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে বর্তমান প্রজন্ম। বইয়ের জায়গা দখল করছে ল্যাপটপ, নেটবুক আর স্মার্টফোন। তবে বই বই-ই। বইয়ের পাতা উল্টে পড়ে চলা আর কম্পিউটারের স্ক্রিনে কি-বোর্ড টিপে লেখা বের করে পড়ার মধ্যে তফাৎ আছে। এমন উপলব্ধি থেকেই বই পড়ার অন্য রকম যুদ্ধে নেমেছে 'বাংলাদেশ গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি'।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য বই পড়ার আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিজেকে নিবেদিত করেছেন ঢাকার বাড্ডা থানাধীন বেরাইদ গ্রামের এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া। ১৯৮৫ সালের ১ জুন কিছু বন্ধুবান্ধব ও নিয়মিত পাঠক নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন বেরাইদ গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি। তা প্রসারিত করতে নিজের বাড়িতে গড়ে তোলেন বেরাইদ গণ-গ্রন্থাগার। সরকারি আনুকূল্য বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই তিনি গ্রন্থাগারের জন্য হাজার হাজার বই, দুষ্প্রাপ্য জার্নাল এবং পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি

গ্রন্থ সুহৃত সমিতির সভাপতি এমদাদ হোসেন বলেন, 'প্রকৃত মানুষ হতে হলে তাকে বই পড়তে হবে। সে লক্ষ্যে আমরা সারা দেশে পারিবারিক, কমিউনিটি ও একাডেমিক গ্রন্থাগার আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছি। একজন মানুষকে বই পড়ার জন্য প্রথমে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ মিনিট, পরে ১০ মিনিট এবং একপর্যায়ে তা ১৫ মিনিট করা হয়। এভাবে প্রতিদিন কেউ বই পড়লে একসময় তিনি নিজে থেকেই নিয়মিত পাঠক হয়ে ওঠেন।'

এমদাদ হোসেন জানান, পারিবারিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সমিতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমিতি প্রথমে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ পাঠককে বাছাই করে, যিনি নিয়মিত বই পড়েন। কমপক্ষে ১০০ বইয়ের মালিক হলে তাঁকে 'গ্রন্থ সুহৃদ' উপাধি দেওয়া হয়। এতে তিনি আরো বেশি করে বই পড়া ও সংগ্রহে উৎসাহিত হন। পরিবারের অন্য সদস্যদেরও বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে একজন ব্যক্তি থেকে তা পুরো পরিবার এবং পরিবার থেকে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কমিউনিটি গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সমিতি এ কর্মসূচির প্রথম প্রকল্প হিসেবে ২০০১ সালে বেরাইদ গণ-গ্রন্থাগার গড়ে তোলে। সেই পাইলট প্রকল্প থেকে আজ দেশের মডেল গ্রন্থাগার হিসেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের অনেক গণ-গ্রন্থাগার এ মডেল অনুসরণ করছে।

একাডেমিক গ্রন্থাগারে প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুনিয়র ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ গ্রন্থাগার উপশাখা রয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থাগার স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে সমিতি। শিক্ষকরা পালাক্রমে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করবেন।

সমিতির প্রচেষ্টায় বেরাইদ এলাকার বেরাইদ মুসলিম হাই স্কুল, রওশান আরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বেরাইদ মুহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, আলহাজ রহিমউল্লাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং এ কে এম রহমতউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এ ধরনের গ্রন্থাগারের কার্যক্রম চলছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারে নিয়মিত বই পড়ার চর্চা হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকরা নিয়মিত তাঁদের প্রতিবেদন দাখিল করছেন। সে প্রতিবেদনে কে কতটি বই পড়েছে এবং কী কী বই পড়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকে।

বেরাইদ মুসলিম হাই স্কুলের শিক্ষার্থী আবদুল কাদের বলে, 'স্কুলে গ্রন্থাগার থাকায় আমাদের অনেক উপকার হচ্ছে। এতে ক্লাসের বাইরেও শিক্ষার্থীদের অনেক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।' রহমতউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, ক্লাসের বাইরে কোনো বই কিনে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার থাকায় সেটা সম্ভব হচ্ছে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, 'দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। এ জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সাত দফা দাবি জানিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস, সচিব ড. রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, কবি সাযযাদ কবির প্রমুখ সমিতির কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন।